বর্বরতম জেল হত্যা দিবসে জাতীয় চার নেতার প্রতি 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার শ্রদ্ধান্জলী

আজ ৩রা নভেম্বর ৪২তম জেল হত্যা দিবস। ১৯৭৫ সালের এইদিনে কেন্দ্রীয় কারাগারে খুনী মুস্তাক-রশীদ-ফারুকের নির্দেশে রিসালদার মোসলেহ উদ্দীনের নেতৃত্বে কতিপয় বিপথগামী সৈনিক বংগবন্ধু'র নীতি ও আদর্শের প্রতি আজীবন আস্থাবান, বংগবন্ধু'র অবর্তমানে সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা সর্বজনাব- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন আহম্মেদ, মোঃ কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। লোভ লালসা দিয়ে বশীভূত করতে না পেরে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে চিরতরে নেতৃত্বহীন করার লক্ষ্যে খুনী মোস্তাক এই চার নেতাকে হত্যা করলেও খুনীদের চক্রান্ত সফল হয়নি। বরং বিশ্বস্ততার প্রতীক এই চার নেতার আত্মত্যাগে বাংগালী জাতীয়তাবাদের ধারক বাহক গনসংগঠন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ অনেক শক্তিশালী এবং বিশ্ব দরবারে আরো বেশী মার্যাদাবান। আসুন সবাই খুনীদের এবং এই বর্বরতম খুনের ষড়যন্তের সাথে জড়িত সকলকে চরমভাবে ঘৃনা করি।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা সেদিন দেশমাতৃকার সেরা সন্তান এই জাতীয় চার নেতাকে শুধু গুলি চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, কাপুরুষের মতো গুলিবিদ্ধ দেহকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে একাত্তরে পরাজয়ের জ্বালা মিটিয়েছিল। বাঙালীকে পিছিয়ে দিয়েছিল প্রগতি-সমৃদ্ধির অগ্রমিছিল থেকে। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, স্তম্ভিত হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড ছিল একই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা। বিশ্বাসঘাতক খুনীদের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আজ জাতির সামনে পরিষ্কার। মিথ্যা কুয়াশার ধূম্রজাল ছিন্ন করে আজ নতুন সূর্যের আলোকের মতো প্রকাশিত হয়েছে সত্য।

আসলে হত্যাকারীরা এবং তাদের দোসররা চেয়েছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রতিশোধ নিতে, রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশটিকে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের আবর্তে নিক্ষেপ করতে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুনর্গঠন ও গণতান্ত্রিকতার পথ থেকে সদ্য স্বাধীন দেশটিকে বিচ্যুত করা এবং বাংলাদেশের মধ্যে থেকে একটি মিনি পাকিস্তান সৃষ্টি করা। এখানেই শেষ হয়নি স্বাধীনতার শত্রুদের ষড়যন্ত্র।৺৭৫-এর পর থেকে বছরের পর বছর বঙ্গবন্ধুর নাম-নিশানা মুছে ফেলার চেষ্টা চলে। বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকান্ডের নেপথ্যের কুশীলব হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জড়িত থাকার প্রমাণ আত্মস্বীকৃত ঘাতকদের মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে।বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মুজিবনগর সরকার গঠন, রণনীতি ও রণকৌশল প্রণয়ন, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও দেশবাসীর সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতি তাঁদের চিরদিন স্মরণ করবে।শোকাবহ এই ৩রা নভেম্বরে জাতীয় চার নেতাকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরন এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

Dr. Ratan Kundu
President
Ph: 9885 0146, Mob: 0438 2315 0230

Md. Rafique Uddin
General Secretary
Ph: 96187429, Mob: 0405 218 7

বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া
Bangabandhu Society of Australia
Regd. No. Y 2650818, ABN 24 508 194 656, Charity reg. No. CFN 17511